# চিড়িয়ামোড় ও দমদম পার্কে অবরোধ

**অলক ঘোষ, বারাকপুর :** সোমবার সকালে মানুষের ভিড় দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে, বারাকপুর এখনো রেড জোন বলে চিহ্নিত আছে। তবে কে শুনছে কার কথা! করোনাকে থোড়াই কেয়ার করে বাসে ওঠা থেকে আসন পেতে মারামারি, ধস্তাধস্তি সবই হল। সোমবার সকাল থেকে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার রাস্তাঘাটে অসম্ভব ভিড় চোখে পড়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা এদিন থেকে খুলে যেতেই অফিস যাত্রীদের ভিড় চোখে পড়েছে। মানুষের তুলনায় বাসের সংখ্যা কম



হওয়ায় এদিন যাত্রীদের চরম দুর্ভোগে পড়তে হয়। যথাযথ পরিবহণ পরিষেবা না পেয়ে সোমবার দুপুরে নিত্যযাত্রীরা বারাকপুরে চিড়িয়া মোড়ে অবরোধ করেন। পুলিশের গার্ডওয়াল দিয়েই তাঁরা বিটি রোড আটকে দেন। পরিস্থিতি ক্রমেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে নামানো হয় কমব্যাট ফোর্স। ট্রাফিক পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স লাঠি উঁচিয়ে অবরোধ তুলে দেয়। অন্যদিকে, এ দিন বিকালে লকডাউনের বিধিনিষেধ ভুলে গিয়ে দমদম পার্কে বিজেপি দলের কর্মীরা রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁরা এ দিন বিকালে দমদম পার্ক লাগোয়া ভিআইপি রোড অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, সব্যসাচী দত্ত ও বিজেপি নেতা পীযুষ কানোরিয়ার ওপরে যে হামলা হয়েছে, তার প্রতিবাদে এই অবরোধ।

## হকারদের প্রশিক্ষণ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর :** সেক্টর-৫ হকার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে সোমবার বেলা সাড়ে ১১টায় সেক্টর-৫'এ নবদিগন্তের কার্যালয়ে ১৫ জন হকারকে স্যানিটাইজার বিলির পর স্বাস্থ্যবিধি মেনে দোকান চালানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ছিলেন চেয়ারম্যান দেবাশিস সেন ও এক্সিকিউটিভ অফিসার বদ্রীনাথ কর।

## ২১৪ নং রুটে বাস চালু

**অলক আচার্য, নিউ বারাকপুর :** সোমবার সকাল ৬টায় নিউ বারাকপুর থেকে ২১৪ নং রুটে মোট ২০টি বাস চলে। তবে সাধারণ ভাড়ার চেয়ে বেশি ভাড়া দিতে হয় যাত্রীদের।

# বিজেপিতে নতুনদের আনাগোনায় পুরোনো কর্মীরা এবার কোণঠাসা

**উজ্জ্বল দত্ত, কলকাতা :** তৃণমূল ও সিপিআই (এম) সহ অন্য দল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার সম্ভবনা যেমন বাড়ছে তেমনই পুরোনো কর্মীরা দলে গুরুত্ব হারানোয় দলের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। লকডাউনের মধ্যেই সিপিআই(এম) দলের প্রাক্তন সাংসদ জ্যোতির্ময়ী শিকদারের সল্টলেকের বাসভবনে বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ যাওয়া নিয়ে রাজনৈতিক মহলে ফের দলবদলের জল্পনা তৈরি হয়েছে। রবিবার দিলীপ ঘোষ ও জ্যোতির্ময়ী শিকদারের বৈঠকের ছবি প্রকাশ্যে আসতেই কানাঘুষো শুরু হয়, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের ছাড়পত্র পেলেই তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন। এবিষয়ে দিলীপ ঘোষ জানান, 'উনি আমাকে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। আমার বাড়ির পাশেই থাকেন। আমি ওনাকে পদ্মফুল উপহার দিয়েছি। বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে কোনো কথা হয়নি। তেমন কিছু হলে আপনারাও জানতে পারবেন।' সূত্রের খবর, প্রাক্তন বাম সাংসদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার কিছুদিন আগেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষকে নিজের বাড়িতে



আমন্ত্রণ জানান। এরপর লকডাউনের মধ্যেই তিনি জ্যোতির্ময়ী শিকদারের বাড়িতে যান। ওই দিন রাজ্য বিজেপির শীর্ষ ওই নেতা বাংলার প্রাক্তন অ্যাথলেটের হাতে ১টি পদ্মফুলও তুলে দেন। ইঙ্গিতবাহী ওই ছবিও রবিবার প্রকাশ্যে আসে। এদিকে, রাজনৈতিক মহলে জল্পনা, ২০২১-এর বিধানসভা ভোটের ঘুঁটি সাজাচ্ছে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল। অন্য এক সূত্রের খবর, তৃণমূলের ১ মন্ত্রী, ২জন বিধায়কও দিলীপ ঘোষের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গোপন বৈঠক করেছেন। খুব শিগগির তাঁরাও বিজেপিতে যোগ দেবেন বলে জল্পনা। বাংলার পদকজয়ী প্রাক্তন দৌঁড়বিদ জ্যোতির্ময়ী শিকদার ২০০৪ সালে ভোটে দিতে কৃষ্ণনগরের বাম দলের সাংসদ হন। অন্যদিকে, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে যেভাবে রাজু বন্দোপাধ্যায় ও প্রতাপ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নেতাদের ছেঁটে ফেলা হয়েছে তা নিয়ে দলের অন্দরে ক্ষোভ বাড়ছে। একইসঙ্গে রাজ্য বিজেপি যুব মোর্চার সভাপতি ও আইনজীবী দেবজিৎ সরকারকে দলের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও পুরোনো কর্মীরা ভালোভাবে নিচ্ছেন না। তবে দলের কার্যনির্বাহী সভায় বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের ক্ষমতায় আসতে গেলে অন্য দল থেকে আসা আরো অনেক যোগ্য নেতাকে দলে জায়গা করে দিতে পুরোনোদের স্বার্থত্যাগ করতে হবে।

# রাজ্যের থেকে আরো এককদম এগিয়ে কলকাতা পুরনিগম, দেওয়া হবে চিতাভস্ম

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা :** নিজের মানুষকে বিদায় জানাতে কষ্ট হয় সকলেরই। তারওপর সেই বিদায় যদি শেষ বিদায় হয়, তাহলে সেই কষ্টই কান্না হয়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসে। বুক ফেটে যায় যন্ত্রণায়। চোখ ভিজে নামে জলধারা। কিন্তু শেষ বিদায়টুকু জানাবার আগেই যদি মানুষটা ধরা ছোঁয়ার উর্দ্ধে চলে যায়, যদি শেষ দেখাটাও আর না পাওয়া যায়, তখন কী অবস্থা হয়, সেটা বিশ্বের তামাম হাজারো মানুষ বুঝতে পারছেন এক মারণ ভাইরাসের আগমনে। কোভিড-১৯-এর ছায়ায় বিশ্বব্যাপী কার্যত চলছে মৃত্যুমিছিল। যাঁরা মারা যাচ্ছেন, বিশেষ ভাবে তাঁদের দেহ প্লাস্টিকে মুড়ে সৎকার করছে সরকারের নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীরাই। তাতে শেষ দেখা হচ্ছে না, প্রিয়জনরা দাঁড়িয়ে থেকে সৎকারও করতে পারছে না। কিন্তু এবার বাংলার বুকে শুরু হচ্ছে ভিন্ন ছবি। সেই ছবিকে আর একটু এগিয়ে দিল কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। রাজ্য সরকার এরমধ্যেই নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে, এবার থেকে যাঁরা করোনায় মারা যাবেন, তাঁদের দেহ ঢাকতে হবে স্বচ্ছ শিট দিয়ে, যাতে বাইরে থেকে মুখ দেখা যায়। এমনকী মৃত ব্যক্তির পরিজনরা যাতে শেষকৃত্যের ধর্মীয় ও সামাজিক আচার পালন করতে পারেন, তার জন্য তাঁদের আলাদা করে সময় দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে। কিন্তু কারোর হাতে দেহ তুলে দেওয়া হবে না, এই নিয়মও জারি থাকছে। তবে কলকাতা পুরনিগম কর্তৃপক্ষ আরও এককদম এগিয়ে জানিয়েছে, তারা হিন্দুদের ক্ষেত্রে দেহ দাহের পরে চিতাভস্ম পরিবারের লোকদের হাতে তুলে দেবে। তাতে নাভি বা অস্থি না থাকলেও ছাই থাকবে, তা মৃতের প্রিয়জন পছন্দমতো নদীতে বা জলাশয়ে তা বিসর্জন দিতে পারবেন। সেইসঙ্গে এতদিন করোনায় আক্রান্ত মানুষদের মারা যাওয়ার পর তাঁদের ডেথ সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে পারছিলেন না মৃতের নিকটজনরা। এবার সেই সমস্যারও সমাধান করতে চলেছে পুরনিগম কর্তৃপক্ষ। সূত্রের খবর, পুরনিগমের স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যালয় থেকেই এই সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।

# লকগেট ও খালের কাজ দেখলেন পুরমন্ত্রী

**জয়িতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বারুইপুর :** বর্ষার আগে দ্রুততার সঙ্গে রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ ববি হাকিম খাল পরিষ্কার করার নির্দেশ দিলেন। সোমবার তিনি রবীন্দ্রনগর থানার ২৫৯ নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে গঙ্গা ও মণিখালের সংযোগকারী লকগেট পরিদর্শন করেন। পাশাপাশি সন্তোষপুর স্টেশনের লাগোয়া মণিখালের ওপর রেলের সেতুও ঘুরে দেখেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন অন্যান্য দফতরের ইঞ্জিনিয়াররাও। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী বলেন, 'এসব জায়গায় জল জমার সমস্যা হয়। বর্ষার আগে মণিখাল, চড়িয়াল খাল পরিষ্কার করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অতি দ্রত পরিষ্কার করতে হবে। কিছু জায়গায় সেচ দফতর কাজ



করছে। মণিখালের ওপর রেলসেতুর নীচে একটা কাজে সমস্যার জন্য রেলকে ৩ বছর আগে ৬ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছিল। রেলওয়ে ট্রাকের নিচে সদ্য তৈরি হওয়া ওই রেলসেতুর জন্য মণিখাল সংকীর্ণ হয়ে গেছে। অস্থায়ী গার্ড ওয়াল সরিয়ে নেওয়ার জন্য রেলকে বলা হয়েছে। সেচ দফতরের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে। আজ নিজে সমস্যা দেখলাম। খালের ওপর গাছ সরানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি মহেশতলার যে ৪টি ওয়ার্ড জলমগ্ন হয় তা যাতে না হয় সে ব্যবস্থাও নেওয়া হচ্ছে।'

# ভরতুকিতে বেশি বাস চলুক : এসইউসি

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :** এসইউসিআই(সি) দলের রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য সোমবার এক প্রেস বিবৃতিতে জানান, 'অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া এখানের শ্রমিকদের প্রতি কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের চূড়ান্ত অবহেলার আরেকটি প্রমাণ হল, কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে সাপের কামড়ে ১জনের মৃত্যু। সরকারের উদাসীনতার এর চেয়ে বড়ো উদাহরণ আর কী হতে পারে। অন্যদিকে, করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকার সময়ে বাসের সংখ্যা কমায় বাড়তি যাত্রীরা বাসে উঠছেন। এতে সামাজিক দূরত্ব মানার বিষয়টি প্রহসন হয়ে উঠেছে। এই কারণে ভরতুকি দিয়ে বেশি বাস-মিনিবাস-ট্রাম চালানোর দাবি করছি।'

# শ্রীরামপুরে পথদুর্ঘটনায় মৃত ১

**অমিত চৌধুরী, হুগলি :** সোমবার সকলে শ্রীরামপুর রেল ব্রিজ মল্লিকপাড়ার কাছে বাইক দুর্ঘটনায় শেখর চ্যাটার্জী (৩০) গুরুতর জখম হওয়ায় তাঁকে ওয়ালস হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, শেখর চ্যাটার্জী একজনের বাইকে চেপে শ্রীরামপুর বাস টার্মিনাসে বাস ধরতে যাচ্ছিলেন। তখনই এই দুর্ঘটনা ঘটে।

# করোনা আক্রান্ত ৫ জন

**নিজস্ব সংবাদদাতা, নিউ বারাকপুর :** নিউ বারাকপুর পুরসভার ১১ নং ওয়ার্ডের শরৎ চ্যাটার্জি রোডে ও মধ্যমগ্রাম পুরসভার মধ্যমগ্রাম পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডের দেশবন্ধু রোডে দু'জন অন্তঃসত্ত্বার দেহে করোনার অস্তিত্ব ধরা পড়ল। উত্তর দমদম পুরসভা এলাকায় ৩জন করোনা পজিটিভ রোগীর হদিশ মিলেছে।

# কলকাতা পুরনিগমের কর্মীদের জন্য বিশেষ বাস

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা :** গণপরিবহণ এখনও অপ্রতুল। এর মধ্যেই কলকাতা পুরসভায় সোমবার থেকে বাধ্যতামূলক হয়েছে ১০০% হাজিরা, যা নিয়ে রবিবারই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন কর্মীদের একাংশ। সোমবার চাকরি বাঁচাতে সামাজিক দূরত্ব শিকেয় তুলে সেই কর্মীদেরই ছুটতে দেখা গেল। তবে প্রথম দিনের কর্মীদের ভোগান্তি দেখে পুরকর্তৃপক্ষের টনক নড়েছে। সূত্রের খবর, আগামী দিনে কর্মীদের যাতায়াতের সুরাহা করতে বিশেষ বাস চালু করার কথা ভাবা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন সোমবার থেকে ৭০% হাজিরা থাকবে সরকারি দফতগুলিতে। কিন্তু কলকাতা পুরসভা ১০০% হাজিরার নির্দেশিকা জারি করে দেয়। পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম জানান, অনেক দিন ধরে পুরসভা বন্ধ। এবার মানুষকে পরিষেবা দিতে হবে। সেইমতো সোমবার সকালে শহর ও শহরতলি থেকে পুরসভায় ছোটেন কর্মীরা। ট্রেন বন্ধ। তাই বাসই ভরসা। তাও আবার চলছে হাতে গোনা। এরই মধ্যে কেউ বাসে, কেউ শেয়ার ট্যাক্সি ভাড়া করে, কেউ আবার মোটরসাইকেলে পুরসভায় পৌঁছেছেন। এক কর্মী জানান, 'দীর্ঘ অপেক্ষার পর বাস পেয়েছি। তাতে যথেষ্ট ভিড় ছিল। ফলে সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং মানা সম্ভব হয়নি।' পুরসভায় শেয়ার ট্যাক্সিতেও ঢুকতে দেখা যায় অনেককে। অধিকাংশ ট্যাক্সিতেই ছিলেন চালক সমেত ৫ জন। পিছনের আসনে বসেছেন ৩ জন যাত্রী। ফলে সেখানেও শিকেয় উঠেছে সামাজিক দূরত্বের বিধি। যাত্রীদের দাবি, এ ছাড়া উপায় নেই। দেখা গেছে, সংক্রমণ রুখতে পুরসভার প্রধান কার্যালয়ের প্রতিটি গেটে হ্যান্ড স্যানিটাইজার ও থার্মাল স্ক্যানার রাখা হয়েছে। হাত স্যানিটাইজ করে দেহের তাপমাত্রা দেখে তবে কর্মীদের ভিতরে ঢোকানো হচ্ছে। এ দিনই আবার বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেটের দাবিতে পুরসভার সামনে একদল মানুষ বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের অভিযোগ, বার্থ ও ডেথ সার্টিফিকেটের জন্য আগে পুরসভায় এসে ঘুরতে হয়েছে। এ দিন ১০০ % কর্মী হাজির থাকবে জেনে এসেও ফিরতে হচ্ছে খালি হাতে।

# আসানসোলে শপিংমল খুলল শর্তসাপেক্ষে

**রবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক, আসানসোল :** রাজ্য সরকারের নির্দেশ মেনে সোমবার রাজ্যের অন্যান্য জায়গার মতো আসানসোলেও খোলা হল সব শপিং মল। তবে এদিন আসানসোলের চিত্রা মোড়ের লাগোয়া শহরের ব্যস্ততম স্থানে গড়ে ওঠা অন্যতম শপিং মলে গিয়ে দেখা গেল, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে মাস্কের ব্যবস্থা বাধ্যতামুলক করে ক্রেতাদের মলে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে ক্রেতাদের বাধ্যতামূলক ১০০ টাকার ১টি কুপন কাটতে হচ্ছে। মল কর্তৃপক্ষের নির্দেশে মল থেকে কিছু জিনিস কিনলে তার দাম থেকে ওই টাকা বাদ দেওয়া হবে। তবে কিছু না কিনলে ওই টাকা ফেরৎযোগ্য নয়। ওই মলের জেনারেল ম্যানেজার সঞ্জয় চ্যাটার্জি জানান, 'এখন মল অনেকটাই বিনোদন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। বিশেষত তরুণ প্রজন্ম রোজ অবসর সময়ে মলে সময় কাটাতে পছন্দ করে। কারণ এখানে বিনোদনের প্রায় সব ক্ষেত্রই হাতের নাগালে পাওয়া যায়। তবে এখন কোভিড -১৯ সংক্রমণের পরিস্থিতি রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভিড় এড়ানো আবশ্যক। এ কথা মাথায় রেখেই মলে ঢোকার ক্ষেত্রে ১০০ টাকার কুপন কাটা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সকলকে বার্তা দেওয়া হচ্ছে, দরকার থাকলে তবেই মলে আসুন। অযথা অবসর কাটাতে বা ভিড় বাড়াতে মলে আসার দরকার নেই। একইসঙ্গে সংক্রমণের কথা মাথায়



রেখে ১০ বছর পর্যন্ত শিশু ও ৬৫ বছরের বেশি বয়সের লোকদের মলে ঢোকার ক্ষেত্রে নিষেধ রয়েছে। মলে আসা ক্রেতাদের ঢোকার আগে সারা শরীর স্যানিটাইজের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মলের কর্মীদের শারীরিক পরীক্ষার পর মাস্ক, গ্লাভস ও হ্যাণ্ড স্যানিটাইজার সহ হাতে সবুজ রিস্ট ব্যাণ্ড দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে ক্রেতাদের বার্তা দেওয়া হয়েছে, মল কর্মীরা সংক্রামিত নন। মল কর্মীদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা প্রতিদিন চালু থাকবে। পাশাপাশি মলের ভেতর ক্রেতারাও যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখেন, সেজন্য স্পট মার্কিং সহ সব ব্যবস্থা করা হয়েছে।' **ছবি : জয়ন্ত সাহা**

# অফিস খোলা নিয়ে মান্নান ও সুজন সরব

**স্বর্ণেন্দু মণ্ডল, উলুবেড়িয়া:** পর্যাপ্ত পরিবহণের ব্যবস্থা না করে অফিস খোলা হয়েছে এমন অভিযোগ করে বিধানসভার বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান রাজ্য সরকারকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন। সোমবার শ্যামপুরে এসে তিনি বলেন, 'ট্রেন পরিষেবা বন্ধ, ঠিকমতো বাস চলাচল করছে না।



অথচ সরকার অফিস চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। লোকেরা কর্মস্থলে কীভাবে পৌঁছোবে সে চিন্তা করল না। যাঁরা এধরনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাঁদের বাস্তববোধ বা মানসিক সুস্থতা রয়েছে কিনা, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।' অন্যদিকে, বাম পরিষদীয় দলের নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এই সিদ্ধান্তে সাধারণ লোকেরা বিপদে পড়েছে। বেসরকারি চাকুরেদের চাকরি যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কারণ এরপর সংস্থা বলবে অফিস খোলা রয়েছে, আসতে হবে। যারা আসতে পারবে না তাদের চাকরি যাবে।' এরই পাশাপাশি রাজনৈতিক বিরোধীদের ওপর এভাবে আক্রমণ চলতে থাকলে আগামী দিনে পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর হবে বলেও আব্দুল মান্নান হুঁশিয়ারি দেন। উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান ও বাম বিধায়ক সুজন চক্রবর্তী হাওড়া গ্রামীণ এলাকার শ্যামপুরে আম্ফানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ঘুরে দেখেছিলেন। এরপরেই তৃণমূল কর্মীদের বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও বাম সমর্থককে মারধরের অভিযোগ উঠেছিল। সোমবার শ্যামপুরের গড়চুমুক ও হোগলাসিতে ওই ২ আক্রান্ত সমর্থকের বাড়িতে গিয়ে আব্দুল মান্নান ও সুজন চক্রবর্তী তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন। পাশাপাশি দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবিতে শ্যামপুর থানায় এক ডেপুটেশন জমা দেন। ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পর ওই ২ নেতা বলেন, 'আমাদের দলীয় কর্মীরা মার খাচ্ছেন, আবার তাঁদের বিরুদ্ধেই প্রশাসন জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করছে। অথচ প্রকৃত দোষীদের ক্ষেত্রে জামিন যোগ্য ধারায় মামলা রুজু হচ্ছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি তৈরি হবে।' এরপর আব্দুল মান্নান জানান, 'গুণ্ডা নেতাদের কীভাবে ধ্বংস করতে হয় তা জানা আছে। আইন মেনেই গণ বিক্ষোভ শুরু হবে।'

# বিজেপির রাজ্য সম্পাদককে ঘিরে তৃণমূলের বিক্ষোভ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, বিধাননগর:** সোমবার বিজেপির রাজ্য সম্পাদক সব্যসাচী দত্তকে ঘিরে তুমুল বিক্ষোভে লেকটাউনের লাগোয়া দক্ষিণদাঁড়ি এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। জানা গেছে, এদিন সকালে সব্যসাচী দত্ত ওই এলাকার বিজেপির এক কর্মীকে উদ্ধার করতে তাঁর বাড়ি যান।



বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সেসময় তৃণমূলের কর্মী ও সমর্থকরা আচমকা প্রথমে তাঁদের কটূক্তি করে। পরে গালাগালি দিতে থাকে। বিজেপি কর্মীরা প্রতিবাদ করলে তৃণমূলের লোকেরা তাঁদের মারধর করে বলে অভিযোগ। এদিকে তৃণমূলের পালটা অভিযোগ, এদিন সকালে তাঁদের মাস্ক বিলির জায়গায় সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা চড়াও হন। তাতে বাধা দিতে গেলে বিজেপির কর্মীরা মারধর করেন। পরে সব্যসাচী দত্ত লেকটাউন থানায় গেলে সেখানেও তাঁর সামনে 'গো ব্যাক সব্যসাচী' শ্লোগান দেওয়া হয়। তৃণমূল কর্মীরা সব্যসাচী দত্তকে বহিরাগত বলেও আক্রমণ করেন। এরপর বিধাননগর সিটি পুলিশের ১টি দল গিয়ে লেকটাউন থানার সামনে ২ পক্ষকেই সরিয়ে দেয়। পরে দু'পক্ষই পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করে। এদিন সব্যসাচী দত্ত জানান, 'আমার কর্মী-সমর্থকদের মারধর করা হয়েছে। আমাকেও মারা হয়েছে। আমার গাড়ি ভাঙচুর করা হয়েছে। আমি বহিরাগত হলে এখানে যারা বিধায়কের নামে শ্লোগান দিচ্ছে তারাও বহিরাগতই হবে।'

# হাওড়ায় বাসযাত্রীদের দুর্ভোগ নিয়ে মিশ্র প্রভাব

**ভাস্কর বিশ্বাস, হাওড়া :** সোমবার হাওড়া থেকে কলকাতার নানা রুটের সরকারি বাস পরিষেবার পাশাপাশি বেসরকারি বাসও রাস্তায় নামায় পরিস্থিতি কিছুটা শুধরেছে। কিন্তু গ্রামীণ এলাকা থেকে মূল হাওড়া শহরে আসা-যাওয়া করতে বাসের অভাবে যাত্রীরা ভোগান্তির শিকার হলেন। তবে হাওড়া আদালত এখনো না খুললেও এদিন থেকেই হাওড়া পুরনিগমের কাজ পুরোদমে চালু হয়ে যায়। হাওড়া পুরনিগমের এক কর্তা জানান, 'নানা বিভাগের কর্মীদের রোস্টার তৈরি হয়েছে। ওই তালিকা মেনে যাতে কর্মীরা অফিস আসেন, তার খবর বিভাগীয় প্রধানরা পাঠিয়ে দিচ্ছেন। এদিন অনেকেই বাস, অটোর মতো গণপরিবহণে ভরসা না রেখে সাইকেল, স্কুটি বা বাইক নিয়ে এসেছেন।' রাস্তায় বাইক, সাইকেলের সংখ্যা আচমকা বেড়ে যাওয়ায় বড়ো গাড়ি কম থাকলেও সকালের দিকে যানজট হয়। হাওড়ার সব ফেরিঘাটে স্বাভাবিক পরিষেবা ছিল। সকালের দিকে বেশ কিছু বাসে অনেককেই দাঁড়িয়ে যেতে দেখা যায়। তবে অনেক জায়গায় বাস দাঁড় করিয়ে পুলিশ যাত্রীদের নামিয়ে দেন। বাসের ভাড়া ৭ বা ৮ টাকার টিকিট দিয়ে ১০ টাকা নেওয়ার অভিযোগ জমা পড়ে পুলিশের কাছে। হাওড়া ট্রাফিক গার্ডের পুলিশ হাওড়া ময়দান-সল্টলেক রুটের ১টি বাসকে এই অভিযোগে আটক করে। বিদ্যাসাগর সেতুর টোল ট্যাক্স এদিন চালু হওয়ায় সেখানে যানজট হয়।

# দুর্গাপুরের কারখানায় শ্রমিকের রহস্যমৃত্যু

**সুবীর রায়, দুর্গাপুর :** সোমবার সকালে দুর্গাপুরের বাঁশকোপা শিল্পতালুকে ১টি বেসরকারি কারখানার মধ্যে কুলটির নেহরু পার্ক এলাকার বাসিন্দা ধর্মেন্দ্র যাদব (৪৩) নামে এক শ্রমিক রহস্যজনকভাবে মারা গেছেন। বিষাক্ত গ্যাস লিক হওয়ায় তিনি মারা গেছেন বলে তাঁর সহকর্মীদের অভিযোগ। এ নিয়ে কারখানায় উত্তেজনা ছড়ায়। আসানসোল পুরসভার ৬৫ নং ওয়ার্ডেরকাউন্সিলর আখতার হোসেন কারখানা কর্তৃপক্ষের কাছে ওই শ্রমিকের মৃত্যুর জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করেছেন। কারখানা কর্তৃপক্ষ অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পুলিশ জানায়, ময়নাতদন্তের পরই তাঁর মৃত্যুর কারণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।

**OFFICE OF THE BOARD OF ADMINISTRATOR NAIHATI, NAIHATI MUNICIPALITY**
1, R. B. C. ROAD, NAIHATI, NORTH 24 PARGANAS
**NIT(e)/JUNE/04/2020-21**
**Memo No. 469/MC-11**
**Date: 08.06.2020**
Tender Notice No. : NIT/MAD/CIVIL/ID/CC.ROAD/15/JUNE-4/2020-21 dt.08.06.2020. G.O.NO.GO1920007541UM DT.05.03.2020.Tender ID: 2020_MAD_284489_1 to 15. **Name of work:** Restoration of concrete road in different wards (15nos.) under Naihati Municipality. **Bid submission starting date (online):**09/06/2020 after 10:00 AM.**Bid closing date :** 23/06/2020 at 17:00 PM. **WB Govt. tender website must be followed.**
Sd/-
Executive Officer
Naihati Municipality

**হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেড**
(CIN NO : L65921WB1994PLC062875)
রেজিস্টার্ড অফিস : ২৩ এ, নেতাজী সুভাষ রোড, অষ্টম তল, কলকাতা - ৭০০০০১
ওয়েবসাইট : www.himadricredit.in, ই-মেল : hcfl@himadri.com
**সভার বিজ্ঞপ্তি**
এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা হচ্ছে যে, সেবি (এল ও ডি আর) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর ৪৭(১) (এ) নং ধারা অনুযায়ী, ৩১ মার্চ, ২০২০ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের / বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা ও অনুমোদনের জন্য সোমবার, ১৫ জুন, ২০২০ তারিখে দুপুর ২টায় **হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিনান্স লিমিটেড**-এর পরিচালক পর্ষদের সভা কোম্পানীর কর্পোরেট অফিস "রুবি হাউস", ৮, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, দ্বিতীয় তল, কলকাতা - ৭০০০০১-এ অনুষ্ঠিত হবে।
বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানীর ওয়েবসাইট : www.himadricredit.in-এ পাওয়া যাবে।
**হিমাদ্রি ক্রেডিট অ্যান্ড ফিন্যান্স লিমিটেড**-এর পক্ষে
স্বাক্ষর
কৌশিক রঞ্জন সাহা
কোম্পানী সচিব
স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৬.২০২০

**INVITATION FOR SUBMISSION OF A SCHEME UNDER SECTION 230 OF COMPANIES ACT 2013 FOR HINDUSTAN PAPER CORPORATION LIMITED-IN LIQUIDATION**
Registered Office:South Tower, 4th Floor, Scope Minar Complex, Laxminagar, District Centre, New Delhi-110092
Pursuant to order dated 18.02.2020 passed by Hon'ble National Company Law Tribunal, (NCLT), Delhi Bench-II the undersigned issued advertisement dated 03.03.2020 inviting expression of interest for submission of a scheme under Section 230 of Companies Act 2013 for Hindustan paper Corporation (HPC) Limited (in Liquidation). The last date of submission of scheme was 04.04.2020. Meanwhile, Govt. of India announced nation-wide lockdown with effect from 25.03.2020 and hence the process could not be fully completed. The process of unlocking the nation-wide lockdown has started with effect from 01.06.2020. Hence, the undersigned is issuing fresh advertisement for expression of interest for submission of a scheme under Section 230 of Companies Act, 2013.
Notice is hereby given for invitation of a Scheme of Compromise or Arrangement under Section 230 of the Companies Act, 2013 for Hindustan Paper Corporation Limited (CIN: U74899DL1970GOI005301) presently under liquidation pursuant to order dated 18.02.2020 passed by Hon'ble NCLT. The last date for submitting expression of interest in the prescribed format is 16.06.2020.
INTERESTED parties can refer to the website **www.hindpaper.in or http://kuldeepverma.in/hpcl-liquidation** for details and scheme submission process document of HPC Limited (in Liquidation). Last date for submission of final scheme shall be 29.06.2020 by 6 pm. In case of any queries please reach out to **liquidation.hpcl@gmail.com/ kuverma@gmail.com.**
Sd/-
Kuldeep Verma
Liquidator of Hindustan Paper Corporation Limited
IBBI Regn. No-IBBI/IPA-001/IP-P00014/2016-17/10038
Place: Kolkata
Date: 09.06.2020
Registered Address: 46 B.B Ganguly Street, 5th Floor Unit No.-501, Kolkata-700012
Phone: +91 98360 77900; E: kuverma@gmail.com

**পূর্ব রেলওয়ে**
**ই-টেন্ডার নম্বর ঃ ৪৮_২০২০-২১, তারিখ** ০৪.০৬.২০২০। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস বা অন্য সরকার অধি-গৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সামর্থ আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নম্বর ঃ** ৪৮_২০২০-২১। **কাজের বিবরণ ঃ** ডিইএন/২/হাওড়া শাখায় সব সরবরাহ সমেত ৬০কেজি/৫২ কেজি রেলের ফিউশন ওয়েল্ডিংয়ের জন্য শর্ট প্রি-হিট ওয়েল্ডিং টেকনিক (এসকেভি প্রসেস) দ্বারা রেল জয়েন্টগুলির অ্যালুমিনো থার্মিট ওয়েল্ডিং। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৯৭,৪৭,৮৩৯.১৮ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ১,৯৫,০০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৭.২০২০-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েব সাইটে অনলাইন অফার জমা করতে টেন্ডার দাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
HWH-31/2020-21
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

# কলকাতায় বাসে কিছুতেই বাড়তি যাত্রী নয়, দেখবে পুলিশ

**নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা :** সোমবার থেকে বাসে কোনোভাবেই যাতে বেশি যাত্রী না ওঠে সেজন্য শহর জুড়ে এনফোর্সমেন্ট বিভাগের কর্মীরা নজরদারি চালালেন। বাস বাড়লেও প্রয়োজনের চেয়ে অনেক কম থাকায় যাত্রীরা সামাজিক দূরত্ব শিকেয় তুলে করোনা সংক্রমণের আশঙ্কা বাড়িয়েই গন্তব্যে রওনা দিলেন। বাসে যেভাবে যাত্রীরা গাদাগাদি করে যাচ্ছেন তা নিয়ে ডাক্তার মহল বিশেষ দুশ্চিন্তা প্রকাশ করেছে। এতে গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কা বেড়ে যাচ্ছে। এদিকে বাস কম থাকায় যাত্রীরা ঝুঁকি নিয়েই ভিড় বাসে উঠছেন। এই সমস্যা কাটাতে স্বাস্থ্য দফতর পুলিশকে বিষয়টি দেখার কথা বলে। এরপরই পুলিশ রাস্তায় নেমে চেকিং করছে। সোমবার শহরের রাস্তার ব্যস্ত মোড়ে পুলিশকে নজরদারি চালাতে দেখা যায়। এক পুলিশ আধিকারিক জানান, আসন সংখ্যার চেয়ে বেশি যাত্রী যাতে বাসে না ওঠে সেদিকে তাঁরা নজর রাখছেন। এদিকে দীর্ঘক্ষণ বাসের লাইনে দাঁড়ানোর জন্য সকাল ১১টা নাগাদ চিড়িয়া মোড়ের কাছে অফিসযাত্রীরা রাস্তা অবরোধ করেন। পরে আধ ঘণ্টা বাদে পুলিশের হস্তক্ষেপে অবরোধ উঠে যায়। রাস্তায় কর্মরত এক পুলিশ



আধিকারিক জানান, 'বাস আগের থেকে বেশি চলছে। যেমন- ৪৫ নং রুটে প্রায় ১০০টি বাসের মধ্যে আগে ৮টি চলছিল। এখন প্রায় ২৫টি চলছে। তেমনই ডালহৌসিগামী অনেক বাসের সংখ্যা প্রায় ৪০% বেড়ে গেছে। তাতেও যাত্রী সংখ্যা সামাল দেওয়া যাচ্ছে না। ফলে লম্বা লাইন পড়ছে।' তবে বাস ভাড়া নিয়ে এখনই কোনো কড়াকড়ি করছে না পুলিশ। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, 'শহরে যেভাবে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে সেদিকে তাকিয়েই দাঁড়িয়ে যাওয়া যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার মতো অপ্রীতিকর কাজটি করতেই হচ্ছে। এতে সংক্রমণ যে আটকাবে তা নয়, তবে কিছুটা কম ছড়াতে পারে।' জানা গেছে, এনফোর্সমেন্ট বিভাগের সঙ্গে থানা, ট্রাফিক গার্ডকেও একাজে লাগানো হবে। ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, 'নজরদারির জন্য প্রতিটি মোড়ে কর্মীদের রাখা হচ্ছে যাতে বাড়তি যাত্রী দেখলেই নামিয়ে দেওয়া যায়।' **ছবি : জয়ন্ত সাহা**